রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০১০/৭ই আশ্বিন, ১৪১৭

নিম্নলিখিত বিলটি ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ (৭ই আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ

বা. জা. স. বিল নং ৫৭/২০১০

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন এর ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন), এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর "এবং খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হইতে ১০% কম বা বেশী না হয়" শব্দসমূহ, সংখ্যা ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ০৬.১০.২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আইনটির ১১টি ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারাসমূহ ১৪ মে, ২০০৮ হইতে কার্যকর করা হয়। উক্ত ১১টি ধারা অবিলম্বে কার্যকর অর্থাৎ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখে কার্যকর করা হয়।

০২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, "পৌরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসকালে যতদূর সম্ভব ভৌগলিক সম্পৃক্ততা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোক সংখ্যা অন্য ওয়ার্ড হইতে ১০% এর কম বা বেশি না হয়"।

০৩। উল্লিখিত বিধানমতে এক ওয়ার্ড হইতে অন্য ওয়ার্ডের লোক সংখ্যার পার্থক্য ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহ সৃষ্টি হইতে পারে ঃ

(১) নির্বাচন উপযোগী সকল পৌরসভার ওয়ার্ড নতুন করিয়া বিভক্তির প্রয়োজন হইবে। সেই জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইবে এবং এই কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আরো বিলম্ব ঘটিতে পারে।

(২) কতিপয় ক্ষেত্রে এলাকা বা মৌজার বা উহার কোন অংশ খন্ডিত হইয়া যাইবে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং বিষয়টি জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৩) বাস্তবতা ও কোন এলাকার ভৌগলিক সম্পৃক্ততা বা অখন্ডতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই একটি ওয়ার্ডের সংগে অন্য ওয়ার্ডের জনসংখ্যার পার্থক্য ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নাও হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ১০% এর কম বা বেশীর কারণে, যে কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইয়া আদালতে মামলা করিতে পারেন। যার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

০৪। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৯৯৮ সালে তৎকালীন The Paurashava Ordinance, 1977 এর ধারা ১৯ সংশোধনের মাধ্যমে আয়তন নির্বিশেষে প্রতিটি পৌরসভার পূর্বতন ওয়ার্ড সংখ্যাকে তিন এর গুণিতক সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করিয়া সর্বনিম্ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। সেই সময়ে একবার ওয়ার্ড বিন্যাস হওয়ার কারণে ওয়ার্ডের সীমানা পরিবর্তন হইয়াছিল।

০৫। বর্তমান প্রেক্ষাপটে উক্তরূপ পরিস্থিতি পরিহার করিবার লক্ষ্যে বর্ণিত ধারাটি সংশোধন পূর্বক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ জারি করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জনসংখ্যার ১০% ভিত্তিতে পুনরায় ওয়ার্ডের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হইলে দেশের বহু সংখ্যক পৌরসভা ভাংচুর করিতে হইবে। যাহা এলাকাবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে।

০৬। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারাটি সংশোধন করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এর খসড়া বিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হইল।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd